ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমূখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদিপশু-পাখির রোগনিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নতজাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে নমুণা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার অনুসরণে মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধে ৩০৫,০০০ মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ১২ টি ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হবে। রোগ প্রতিকারে ২০০০০ টি গবাদিপশু ও ২০০০০০ টি পোল্ট্রিকে উন্নত চিকিৎসা সেবাপ্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- খামারির সক্ষমতাবৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ১৪০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২৪ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে ৮০ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরির্দশন, ২৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ২ টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে।